তপশিল

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

[ধারা ৪৯(২) দ্রষ্টব্য]

১। সংজ্ঞা।—বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে—

(ক) "আইন" অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৯; এবং

(খ) "কর্তৃপক্ষ", "কর্মকর্তা", "অধ্যাপক", "সহযোগী অধ্যাপক", "সহকারী অধ্যাপক", "প্রভাষক", "কর্মচারী" এবং "রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট" অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, কর্মচারী এবং রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট।

২। অনুষদ।—(১) ডিন এবং অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল শিক্ষক এবং প্রশিক্ষক সমন্বয়ে অনুষদ গঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) ডিন, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের প্রধানগণ;

(গ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক;

(ঘ) অনুষদের প্রস্তাবক্রমে দফা (ক), (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত শিক্ষকগণ ব্যতীত অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ৩ (তিন) জন শিক্ষক (সহকারী অধ্যাপকের নিম্নে নহে) জ্যেষ্ঠতা এবং অবর্তনের ভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঙ) অনুষদের এক অথবা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত, দুইজন ব্যক্তি, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো চাকুরিতে নিয়োজিত নহেন।

(৩) নির্বাহী কমিটির মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:—

(ক) অনুষদের জন্য পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম কমিটিসমূহ গঠন করা;

(খ) ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলি একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(গ) অনুষদের বিভাগসমূহে শিক্ষক, প্রশিক্ষক, গবেষক ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) অনুষদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করিবার লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব করা;

(চ) বিভাগসমূহে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা;

(ছ) অনুষদের শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(জ) অনুষদের কোনো বিভাগের দ্বন্দ্ব এবং আন্তঃবিভাগীয় দ্বন্দ্ব মীমাংসা করা; এবং

(ঝ) বহিঃপ্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থাপনের লক্ষ্যে বিভাগীয় পাঠ্যক্রম কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা এবং একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট এতদবিষয়ে সুপারিশ করা।

৩। **পাঠ্যক্রম কমিটি।**—(১) প্রত্যেক বিভাগে একটি পাঠ্যক্রম কমিটি থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) বিভাগীয় প্রধান, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) একাডেমিক কমিটি কর্তৃক বিভাগ হইতে মনোনীত দুইজন সদস্য;

(গ) একাডেমিক কমিটির প্রস্তাবক্রমে ডিন কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বহিস্থ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক; এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অথবা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ সদস্য এবং একই সদস্যগণের একজন হইবেন কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এবং অপরজন এভিয়েশনের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ব্যক্তি এবং উভয় সদস্যই একাডেমিক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(২) পাঠ্যক্রম কমিটি পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিবে এবং অনুষদ, একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট অনুষদের অধীন কোনো বিভাগে শিক্ষক না থাকিলে ডিন কর্তৃক এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উক্ত বিষয়ের ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক সমন্বয়ে পাঠ্যক্রম কমিটি গঠিত হইবে।

(৪) পাঠ্যক্রম কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

৪। বিভাগ।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় এমন একটি বিষয়ের সকল শিক্ষকের সমন্বয়ে একটি বিভাগ গঠিত হইবে।

(২) বিভাগীয় অধ্যাপকদের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হইবেন।

(৩) যদি কোনো বিভাগে অধ্যাপক না থাকেন, তাহা হইলে ভাইস-চ্যান্সেলর সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে একজনকে বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সহযোগী অধ্যাপকের নিম্নের কোনো শিক্ষককে বিভাগীয় প্রধান পদে নিযুক্ত করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার কোনো শিক্ষক কোনো বিভাগে কর্মরত না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রবীণতম শিক্ষক উহার প্রধান হইবেন।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পদবি ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে এবং কোনো ক্ষেত্রে পদবি ও পদমর্যাদা সমান হইলে সমপদে চাকরিকালের দীর্ঘতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

(৪) ডিনের সাধারণ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় প্রধান বিভাগের অন্যান্য সদস্যগণের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্য পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৫) একাডেমিক কাউন্সিল এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে বিভাগীয় প্রধান তাহার বিভাগে শিক্ষাদান, গবেষণা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য ডিনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৬) বিভাগীয় প্রধান সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৭) বিভাগের নীতি-নির্ধারণী বিষয়াদি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির আওতাভুক্ত থাকিবে।

(৮) বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে একাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে এবং একাডেমিক কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) শিক্ষার্থী ভর্তি;

(খ) পাঠ্যসূচি;

(গ) পরীক্ষা গ্রহণ;

(ঘ) শিক্ষাদান;

(ঙ) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক কার্যাবলি;

(চ) বিভাগের সম্প্রসারণ; এবং

(ছ) শিক্ষক, গবেষক ও কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ করা।

৫। পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কমিটি।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরিকল্পনা উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কমিটি থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে মনোনীত ১ (এক) জন ডিন;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত অনুষদের ২ (দুই) জন সদস্য, যাহাদের মধ্যে ১ (এক) জন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো চাকুরিতে নিয়োজিত নহেন;

(চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রকৌশলী, যিনি পদমর্যাদায় গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নিম্নে নহেন;

(ছ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রকৌশলী অথবা স্থপতি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো চাকুরিতে নিয়োজিত নহেন;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী; এবং

(ঝ) পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কমিটির কোনো মনোনীত সদস্য ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সদস্য যে কোনো সময় সভাপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কমিটির কোনো মনোনীত সদস্য মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে, যে পদ অথবা প্রতিষ্ঠান হইতে তিনি মনোনীত হইয়াছিলেন সেই পদ কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি না থাকেন, তাহা হইলে তিনি পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কমিটির সদস্য পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

(৪) পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এতৎবিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন;

(গ) ঠিকাদার তালিকাভুক্তকরণ, দরপত্র যাচাই ও ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদন; এবং

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৬। **বাছাই কমিটি।**—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদানের জন্য পৃথক পৃথক বাছাই কমিটি থাকিবে।

(২) প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতি হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যান;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ডিন;

(চ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ;

(ছ) মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি; এবং

(জ) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতি হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ডিন;

(ঙ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(চ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ;

(ছ) মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি; এবং

(জ) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৪) কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতি হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদের নিম্নে নহেন);

(ঙ) উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি; এবং

(চ) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৫) কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধান;

(গ) মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদের নিম্নে নহেন);

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি; এবং

(ঙ) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৬) বাছাই কমিটি প্রতি ২(দুই) বৎসর অন্তর পুনর্গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নূতন কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী কমিটি বলবৎ থাকিবে:

আরও শর্ত থাকে যে বাছাই কমিটির নিয়োগসংক্রান্ত কোনো সুপারিশ সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে অথবা বিষয়টি সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের উদ্ভব হইলে বিষয়টি, প্রয়োজনে, ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং উক্ত বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।**—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সার্বক্ষণিক বা খণ্ডকালীনভাবে নিয়োজিত হইবেন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ—

(ক) বক্তৃতা, টিউটেরিয়াল, আলোচনা, সেমিনার, হাতে-কলমে প্রদর্শন এবং কম্পিউটার ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক যুগোপযোগী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করিবেন;

(খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিবেন;

(গ) শিক্ষার্থীদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করিবেন, তাহাদিগকে দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করিবেন এবং তাহাদের কার্যক্রম তদারক করিবেন;

(ঘ) সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া যে কোনো শিক্ষক পরামর্শক হিসাবে কার্য করিলে তিনি অনুরূপ কার্যের জন্য প্রাপ্ত পারিতোষিকের এক-পঞ্চমাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(ঙ) সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং ভাইস-চ্যান্সেলর, ডিন ও বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য ও দায়িত্ব সম্পাদন ও পালন করিবেন।

৮। হল।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুসারে সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

(২) প্রভোস্ট এবং আবাসিক শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত হইবেন।

(৩) ভাইস-চ্যান্সেলর হল পরিচালনার জন্য শিক্ষকগণের মধ্য হইতে প্রভোস্ট নিয়োগ করিবেন।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তাধীনে হলে বসবাস করিবে।

৯। সম্মানসূচক ডিগ্রি।—কোনো ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের কোনো প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিন্ডিকেট প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে, উহা চ্যান্সেলরের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে এবং চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা যাইবে।

১০। রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট।—(১) স্নাতক হইবার পর ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো স্নাতক নির্ধারিত নিবন্ধন ফি ও বার্ষিক ফি প্রদান করিয়া রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট রেজিস্টারে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করার অধিকারী হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী দরখাস্তকারী ব্যক্তিকে নিবন্ধন ফি ও বার্ষিক ফি প্রদানের তারিখ হইতে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে নিবন্ধন করা হইবে এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর বিধান অনুযায়ী রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্টার হইতে তাহার নাম বাদ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে এইরূপ রেজিস্টারভুক্ত থাকিবেন।

(৩) রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে নিবন্ধনকৃত কোনো ব্যক্তি এককালীন নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া আজীবন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট তাহার নাম রেজিস্ট্রেশনের প্রথম বৎসর হইতে ক্রমাগতভাবে ১৫ (পনেরো) বৎসর বার্ষিক ফি প্রদান করিয়া থাকিলে তিনি আমরণ অথবা ইস্তফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোনো ফি প্রদান না করিয়াই রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, বকেয়া ফি পরিশোধ না করার কারণে কাহারও নাম রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইলে, তিনি এককালীন নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া আজীবন সদস্যরূপে নিবন্ধিত হইতে পারিবেন।

(৪) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট তাহার প্রদেয় বার্ষিক ফি শিক্ষা বৎসরের যেকোনো সময়ে প্রদান করিতে পারিবেন; তবে সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তিনি কোনো শিক্ষা বৎসরের বকেয়া ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বৎসরে নিবন্ধিত স্নাতকের অধিকার প্রয়োগ অথবা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হইবেন না এবং তাঁহার নাম উক্ত তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৫) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কোনো শিক্ষা বৎসরের প্রদেয় বার্ষিক ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের তালিকা হইতে তাহার নাম বাদ দেওয়া হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি পরবর্তী শিক্ষা বৎসরে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে পুনরায় তালিকাভুক্ত হইতে পারিবেন, যদি তিনি পুনঃতালিকাভুক্তির বৎসর পর্যন্ত সকল ফি পরিশোধ করেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তক্ষেত্রে সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে পুনঃতালিকাভুক্তি অথবা পুনঃভর্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ফি প্রদান না করা হইলে পুনঃতালিকাভুক্ত অথবা পুনঃভর্তির কোনো আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

(৬) গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্ট্রেশন অথবা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যথা:―

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য; এবং

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এর অধীন গঠিত কমিটির কার্যপদ্ধতি তৎকর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৮) রেজিস্ট্রেশন অথবা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এর অধীন গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন।

১১। অন্যান্য কর্মচারীর কর্তব্য।―অন্যান্য কর্মচারীগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং সিন্ডিকেট ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। শিক্ষাক্রম।―একাডেমিক কাউন্সিল, এই আইন ও সংবিধির বিধান অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

১৩। সংবিধির ব্যাখ্যা।—এই সংবিধির কোনো বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।